প্রবন্ধ

নফল ইবাদতের ফজিলত ও গুরুত্ব

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আলকাদেরী

দ্বীন ইসলামে ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি নফল ইবাদতেরও অনেক ফজিলত ও গুরুত্ব রয়েছে। বিচার দিবসে ফরজ ইবাদতের ঘাটতি পূরণ হবে নফল ইবাদতের মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়সাল্লাম এরশাদ করেন-

ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلواته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر فان انتقص من فريضيته شئ قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدى من تطوع فيكمل بها ما انتقض من الفريضة ثم يكون ساءر عمله على ذالك وفى رواية ثم االزكواة مثل ذالك ثم توخذ الاعمال على حسب ذالك - رواه ابوداؤد ورواه احمد عن رجل-

অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে সবপ্রথম বান্দার আমল থেকে তার নামাযের হিসাব নেওয়া হবে। সুতরাং যদি তা (নামায) সঠিক-শুদ্ধ হয় তাহলে সে কামিয়াব ও সফল হল। আর যদি তা (নামায) অশুদ্ধ হয় তাহলে অবশ্যই সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হল। অতএব, যদি তার ফরজ হতে কিছু ঘাটতি হয়, তখন মহান রব (ফেরেশতাদেরকে) বলবেন, তোমরা দেখ, আমার বান্দার কোন নফল ইবাদত আছে কিনা। ওই নফল ইবাদতের মাধ্যমে তার ফরজের ঘাটতি পূরণ করে দেয়া হবে। এভাবে তার সকল আমল হবে।

অপর রেওয়াতে আছে তারপর এর মত যাকাত। তারপর এভাবে সমস্ত আমল হিসাব করা হবে। (হাদীসখানা ইমাম আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি রেওয়ায়েত করেছেন এবং ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এক বর্ণনাকারী হতে রেওয়ায়েত করেছেন)।

এমনকি নফল ইবাদতের মাধ্যমে একজন মু'মিন 'মু'মিনে কামিল' (পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার) তথা আল্লাহর ওলী হতে পারেন। নফল ইবাদতের মাধ্যমে একজন ঈমানদার বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে থাকেন। যতই নফল ইবাদত করেন ততই তিনি আল্লাহর সান্নিধ্য ও নৈকট্য অর্জন করেন। নিম্নে ক্বোরআনে করিম ও হাদীসে পাকের আলোকে এবং কিয়াস ও যুক্তির নিরিখে নফল ইবাদতের ফজিলত ও গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করব।

নফল ইবাদতের পরিচয়

নফল ইবাদতের পরিচয় প্রদানে الفقه على المذاهب الاربعه কিতাবের প্রণেতা বলেন-

عبادة النفل (التطوع) هى ما يطلب فعله من المكلف زيادة على المكتوبة طلبا غير جازم-

নফল ইবাদত হলো যে কাজটি শরীয়তের বিধান বর্তায় এমন ব্যক্তি হতে ফরজের উপর অতিরিক্ত হিসেবে তালাশ করা হয়। এটা সম্পাদন করা অপরিহার্য নয়। এ কিতাবের প্রণেতা আরো বলেন, সে নফল ইবাদত হয়তো ফরজের অনুসারী হবে। যেমন ফরজ নামাযের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নফল নামায। এ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নামাযের কিছু হচ্ছে মাসনুন, কিছু মনদুব এবং কিছু রগাইব। মসনূন হল পাঁচ প্রকার নামায: ১. ফজরের ফরজের পূর্বে দু'রাকাত, ২. যোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত, ৩. যোহরের ফরজের পর দু'রাকাত, ৪. মাগরিবের ফরজের পর দু'রাকাত, ৫. এশার ফরজের পর দু'রাকাত।

আর মনদুব নামায হলো চার প্রকার নামায: ১. আছরের নামাযের পূর্বে চার রাকাত, ২. মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকাত, ৩. এশার নামাযের পূর্বে চার রাকাত, ৪. এশার নামাযের পর চার রাকাত। এভাবে নফল রোযা, নফল হজ্ব, নফল যাকাত আদায়ের মাধ্যমে নফল ইবাদত ও রয়েছে। এগুলোও ফরজ ও ওয়াজিবের উপর অতিরিক্ত ইবাদত। এগুলোর মাধ্যমে ঈমানদার বান্দার রূহানী উন্নতি অর্জন ও শক্তি অর্জন হয়। সে জন্য তরিকতের একটি কথা হলো الفرض عليك و النفل لك অর্থাৎ ফরজ ইবাদত তথা পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ ওয়াজিব নামায, ফরজ যাকাত, ফরজ হজ্ব ও ফরজ রোযার মতো ইবাদত হলো তোমার উপর আবশ্যক এবং নফল তথা ফরজ ওয়াজিব ছাড়া আর যত অতিরিক্ত ইবাদত রয়েছে এগুলো তোমার রূহানী শক্তির জন্য। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন-

ولايزال عبدى يتقرب الىّ بالنوافل حتى أحببت فاذا احببت فكنت معه الذى يسمع به وبصره الذى بصربه ويدة التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها وان سألنى لا

عطينه ولئ استعاذ نى لا عيذنّه - بخارى شريف صف ٩٦٣

অর্থাৎ আমার বান্দা নফল ইবাদতসমূহের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। পরিশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। ফলে আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শ্রবণ করে, তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে, এবং পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে হাঁটে আর যদি সে আমার কাছে কিছু চায় অবশ্যই অবশ্যই আমি তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায় নিশ্চয় নিশ্চয় আমি তাকে আশ্রয় দান করি।

[বুখারী শরীফ, ২৬ পারা, ৯৬৩ পৃষ্ঠা]

তাহিয়্যাতুল ওজুর নামাযের ফজিলত

অজুর পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে দু'রাকাত নামায পড়া মোস্তাহাব। গোসলের পরও দু'রাকাত নামায পড়া মোস্তাহাব। [রদ্দুল মোখতার]

তাহিয়্যাতুল অজুর নামাযের ফজিলত সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীস নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পেশ করেন- হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের সময়ে হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, হে বেলাল তুমি আমাকে বলতো, তোমার এমন আকর্ষণীয় আমল কি যা তুমি ইসলাম ধর্মে করেছো? যেহেতু আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার খড়মের আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। তিনি (হযরত বেলাল) আরজ করলেন, আমি আকর্ষণীয় ও উত্তম কোন আমল করিনি। তবে আমি দিন ও রাতের যে কোন সময়ে ওজু করেছি, তা দ্বারা আমার জন্য যে নামায পড়া লেখা হয়েছে আমি সে নামায পড়েছি।

[মিশকাতুল মছাবীহ, পৃষ্ঠা ১১৬]

সালাতুত্ তাসবীহ্ নামাযের ফজিলত

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, হে আব্বাস! ওহে চাচা! আমি কী তোমাকে এমন আমল প্রদান করব না? আমি কী তোমাকে দেব না? আমি কী তোমাকে খবর দেব না? আমি কী তোমাকে দশটি উত্তম বিষয়ের সুসংবাদ দেব না? যখন তুমি তা করবে আল্লাহ্ তোমার ১. পূর্বের গুনাহ্, ২. পরের গুনাহ্, ৩. পুরাতন গুনাহ, ৪. নতুন গুনাহ, ৫. ভুলবশত গুনাহ্, ৬. ইচ্ছাকৃত গুনাহ্, ৭. ছোটগুনাহ্, ৮. বড়গুনাহ্, ৯. গোপন গুনাহ এবং ১০. প্রকাশ্য গুনাহ্ মাফ করে দেবে- তা হলো চার রাকাত নামায তুমি পড়বে। এরপর আল্লাহর হাবীব এ নামাযের নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর বলেন, সম্ভব হলে দৈনিক এ নামায একবার পড়বে, না হলে সপ্তাহে একবার পড়বে। তা সম্ভব না হলে মাসে একবার পড়বে, তা সম্ভব না হলে বছরে একবার পড়বে। তাও সম্ভব না হলে জীবনে একবার পড়বে।

সালাতুত্ তাসবীহ নামাযের নিয়ম

তাকবীরে তাহরীমা তথা الله اكبر বলে سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ১৫ বার পড়ে سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر পড়বে।এরপর তা'আওয়ুয ও তাসমিয়া পড়ে, সূরা ফাতেহা ও অপর একটি সূরা, যেমন সূরা তাকাসুর পড়ে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে উক্ত তাসবীহ ১০ বার এরপর রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবীহ'র পর ১০ বার উক্ত তাসবীহ পড়বে। এরপর রুকু হতে দাঁড়িয়ে তাহমীদ ও তাসবীহ এরপর উক্ত তাসবীহ ১০বার পড়বে। এরপর প্রথম সাজদায় গিয়ে সাজদার তাসবীহ আদায় করে উক্ত তাসবীহ ১০বার পড়বে। এরপর সাজদা হতে বসে দু'সাজদার মাঝখানের দোয়া পড়ে উক্ত তাসবীহ ১০বার পড়বে। এবং দ্বিতীয় সাজদার তাসবীহ পড়ার পর ১০বার পড়বে। ফলে একরাকাতে ৭৫ বার এ তাসবীহ হবে। এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতও আদায় করবে। ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, আপনার কী জানা আছে এ নামাযে কোন কোন সূরা পড়া হবে। তিনি উত্তর দিয়েছেন সূরা তাকাসূর, সূরা আছর, সূরা কাফেরুন এবং সূরা এখলাছ । কেউ কেউ বলেছেন, সূরা হাদিদ, হাশর, ছফ্ ও তাগাবুন। অন্যথায় অন্য যে কোন সূরা নিয়ম মোতাবেক পড়া যাবে।

সালাতুদ্ দোহা নামাযের ফজিলত

সালাতুদ্ দোহা বা চাশতের নামাযের সময় হল সূর্য বুলন্দ হওয়ার পর হতে ঢলে পড়ার পূর্বে পর্যন্ত। তবে উত্তম হলো দিনের চার ভাগের দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ হওয়ার পর। অর্থাৎ সাড়ে দশটা হতে সাড়ে এগারটার মধ্যে।

[ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও রদ্দুল মোখতার]

এ নামায মোস্তাহাব। এ নামায কমপক্ষে দু'রাকাত এবাং উর্ধ্বে বার রাকাত। আফজল বা উত্তম হলো বার রাকাত।

[বাহরে শরিয়ত]

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি চাশতের বার রাকাত নামায পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য বেহেশতের মধ্যে একটি স্বর্ণের প্রাসাদ তৈরি করবেন। [মিশকাত, পৃষ্ঠা ১১৬]

হযরত আবু জর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের প্রত্যেক শরীরের প্রত্যেক জোড় এর ছাদকাহ রয়েছে, সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ ছাদকাহ। প্রত্যেক তাহমীদ অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহ্ বলা ছাদকাহ। প্রত্যেক তাহলীল অর্থাৎ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা ছদকা, প্রত্যেক তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবর বলা ছাদকাহ, সৎকাজের আদেশ দেওয়া ছাদকাহ, অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা ছাদকাহ। আর এগুলোর জন্য চাশতের দু'রাকাত নামায যথেষ্ট। হাদীসখানা ইমাম মুসলিম রেওয়ায়েত করেছেন।

[মিশকাত, পৃষ্ঠা ১১৬]

ইশরাকের নামায

ইমাম তিরমিজী হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাত সহকারে পড়ে আল্লাহ্ তা'আলার জিকিরে মশগুল থেকে সূর্য বুলন্দ হওয়ার পর দু'রাকাত নামায পড়বে সে পূর্ণ হজ্ব ও ওমরার সমান সওয়াব পাবে।

তাহাজ্জুদের নামায

এশার নামায আদায়ের পর বিছানায় ঘুমিয়ে কিংবা শুয়ে উঠে যে নফল নামায আদায় করে সেটাকে তাহাজ্জুদের নামায বলে। এ নামায কমপক্ষে দু'রাকাত এবং সর্বাধিক বার রাকাতা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে এবং নিজের আহালকে জাগ্রত করবে আর উভয় মিলে দু' দু' রাকাত করে আদায় করবে, তাহলে তাদেরকে অধিক ইবাদতকারীদের সাথে লেখা হবে।

নফল রোযাসমূহ ও ফজিলত

বাহারে শরীয়ত কিতাবের বর্ণনা মতে সাত প্রকার নফল রোযা রয়েছে। নিম্নে রোযাগুলোর পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত ফজিলত তুলে ধরা হলো।

১. আশুরা অর্থাৎ মহররমের ১০ তারিখের রোযা। বেহতর হলো এর সাথে ৯ তারিখের কিংবা ১১ তারিখের রোযাও রাখা। ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিজী, ইমাম নাসায়ী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিম হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, রমজানের পর আফজাল রোযা মহররমের রোযা এবং ফরজের পর আফজল নামায সালাতুল লায়ল অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায।

২.আরফার দিনের রোযা। অর্থাৎ জিলহজ্বের ৯ তারিখের রোযা, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবি দাউদ, তিরমিজী, নাসায়ী এবং ইবনে মাজাহ্ হযরত আবু কাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদীস সংকলন করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, আরাফার দিনের রোযা পূর্বের এক বছর এং পরের এক বছরের গুনাহ্ মোচন করে দেয়।

৩.শাওয়াল মাসের ছয় রোযা। ইমাম তাবরানী আওসাত এর মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি রমজানের রোযা রাখল এরপর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখে সে গুনাহ্ হতে এমন বের হয়ে গেল যেমন আজই সে মায়ের গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হল।

৪.শাবানের রোযা। উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, আমি হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শা'বান মাসের চেয়ে অন্য মাসে বেশি রোযা রাখতে দেখি নাই। অর্থাৎ শা'বান মাসে বেশি রোযা রাখতেন। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, শাবানের প্রতিদিন বান্দার নেক আমল আল্লাহর দরবারে পেশ হয়।

৫.প্রতি মাসে তিনটি রোযা বিশেষ করে আইয়ামে বিজ অর্থাৎ ১৩,১৪ও১৫ তারিখের রোযা। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আ'স রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, "প্রতি মাসের তিনটি রোযা হলো এমন যেমন সদা সর্বদা রোযা।" অর্থাৎ প্রতি মাসে এ তিনটি রোযা পালনকারী সদা সর্বদা তথা সারা বছর রোযা রাখার অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়।

৬. সোমবার ও বৃহস্থতিবারের রোযা। সুনানে তিরমিজীর মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবারে বান্দার আমল সমূহ আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করছি যে, সে ওয়াক্ত

আমার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ হোক যে ওয়াক্ত আমি রোযাদার।

৭. অন্যান্য দিনের রোযা। আবু ইয়ালা ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি বুধবার ও বৃহস্পতিবার রোযা পালন করবে তার জন্য জাহান্নাম হতে মুক্তি লিখে দেওয়া হবে। ইমাম তাবরানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি আওসাত এর মধ্যে সংকলন করেছেন যে, যে ব্যক্তি, বুধবার বৃহস্পতিবার ও জুমাবার রোযা পালন করবে আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশতের মধ্যে এমন এক জায়গা বানাবে যার ভেতর হতে বাইরে এর বাইর হতে ভেতরে দেখা যাবে।

উল্লেখ্য, শুধু জুমাবার দিন একটি সাপ্তাহিক রোযা রাখা মাকরূহ। এ মাকরূহ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য জুমাবারের রোযার সাথে বৃহস্পতিবার কিংবা শনিবারের রোযা মিলাতে ও সংযোজন করতে হবে। যেভাবে শুধু মহররমের ১০ তারিখ আশুরার রোযা রাখা মাকরূহ। এ মাকরূহ হতে রেহাই পাওয়ার জন্য ৯ তারিখ কিংবা ১১ তারিখের রোযা মিলাতে হবে। [বাহারে শরীয়ত]

নফল ছদকার ফজিলত

ছাদকাতুল ফরজ অর্থাৎ যাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে। ক্বোরআনুল করিমে নামাযের সাথে সাথে বহু জায়গায় যাকাত আদায়ের নির্দেশ ও তাগিদ এসেছে। হাদীসে পাকেও ঘোষিত হয়েছে যাকাত ইসলামের পাঁচটি রুকনের অন্যতম। যাকাত আদায়ের তাগিদ ও অনাদায়ের শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ ফরজ যাকাত আদায়ে যাকাত দাতার অবশিষ্ট মাল ও অর্থ পবিত্র ও হালাল হয় এবং যাকাত দাতার মাল-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। এ ফরজ যাকাত আদায়ের সাথে নফল ছাদকা আদায়ে অনেক ফজিলত রয়েছে। যা হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে।

১.সহীহ বুখারী শরীফে এসেছে যে, প্রতিদিন প্রভাতে দু'জন ফেরেশতা আসমান হতে পৃথিবীর জমিতে অবতরণ করে একজন দোয়া করে বলেন اللهمّ اعط منفقًا خلفًا হে আল্লাহ্! আপনি দানশীল ব্যক্তিকে বিনিময় দান করুন এবং অপর ফেরেশতা বদদেয়া করে বলেন, اللهمّ اعط ممسكا تلفا হে আল্লাহ্ দান না করে ধরে রাখে (কৃপন) ব্যক্তির মাল-সম্পদ ধ্বংস করে দিন।

২.সহীহ বুখারী শরীফের আরও আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, يا ابن ادم انفق انفق عليك অর্থা' হে আদম সন্তান তুমি আমার রাস্তায় খরচ কর, আমি তোমাকে দেব।

দরূদ শরীফের ফজিলত

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়বে তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। তার থেকে দশটি গুনাহ্ মোচন করবেন এবং তার জন্য দশটি মর্যাদা বুলন্দ করবেন। (হাদীস খানা ইমাম নাসায়ী সংকলন করেন।) [মিশকাত, ৮৬ পৃষ্ঠা]

হযরত ইবনে মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত দিবসে মানুষের মধ্যে সে ব্যক্তি আমার বেশি কাছাকাছি হবে তাদের মধ্যে যে আমার উপর বেশি দরূদ শরীফ পড়ে। হাদীসখানা ইমাম তিরমিজী সংকলন করেছেন। [মিশকাত, ৮৬ পৃষ্ঠা]

ক্বোরআন তেলাওয়াতের ফজিলত

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি (নামাযে ধীরে আস্তে ও তাদাব্বুরের সাথে) দশটি আয়াত পড়েবে সে ব্যক্তিকে গাফেল লোকদের থেকে লেখা হবে না। আর যে ব্যক্তি একশটি আয়াত পড়বে তাকে অনুগত বান্দাদের থেকে লেখা হবে এবং যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত পড়বে অধিক সওয়াব অর্জনকারীদের থেকে লেখা হবে। হাদীস খানা ইমাম আবু দাউদ সংকলন করেছেন।

[মিশকাত, পৃষ্ঠা ১০]

জিকিরের ফজিলত

বুখারী শরীফ ও মেশকাত শরীফসহ গাউসে পাকে سرالا سرار কিতাবে এসেছে যে, আল্লাহ্ হাদীসে কুদছিতে বলেন, أنا معه اذا ذكرنى অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বান্দা জিকির করে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, (হাদীসে কুদছি) انا مع عبدى ما تحركت بى شفتاه অর্থাৎ আমি আমার বান্দার সাথে থাকি যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে কেন্দ্র করে তার দু'ঠোঁট নড়াচড়া করে। এভাবে আরও অসংখ্য নফল ইবাদত আছে। এ নফল ইবাদত পালন করে একজন ঈমানদার বান্দা মু'মিনে কামেল (আল্লাহর অলি) হতে পারেন, বেলায়ত অর্জন করতে পারেন। আল্লাহ্ আমাদেরও তাওফিক দিন। আমিন।